গম ক্ষেতে ইঁদুর দমন

মাঠের কালো ইঁদুর

ইঁদুরের কাটা গম গাছ

গম ক্ষেতে মাঠের কালো ইঁদুরের গর্ত

সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন ধরনের ইঁদুর নাশক

অনিষ্টকারী মেরুদণ্ডী প্রাণী বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর - ১৭০১

গম ক্ষেতে ইঁদুর দমন

গম দানাদার খাদ্যশস্য হিসেবে বাংলাদেশে দ্বিতীয় স্থান দখল করে আছে। উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি, উচ্চ ফলনশীল বীজ, বালাইনাশক, সেচ ও সার ব্যবহারের মাধ্যমে এদেশে দিন দিন গমের আবাদ ও ফলন উভয়ই বাড়ছে। গত ১৯৯৯-২০০০ গম মৌসুমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসেব অনুযায়ী ০.৭৬ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে ১.৭১ মিলিয়ন টন গম উৎপাদিত হয়েছে যা হেক্টর প্রতি গড় ফলন ২.২৬ মেট্রিক টন। কিন্তু বিজ্ঞানী ও অন্যান্য সংস্থার মতে গড় ফলন হেক্টর প্রতি ২.৪ মেট্রিক টন। গম উৎপাদনে পোকা-মাকড়, রোগবালাই এর উপদ্রব থাকলেও প্রধান অন্তরায় হচ্ছে ইঁদুর। গ্রামাঞ্চলে কথায় বলে "ইঁদুর গমের যম"। বীজ গজানো থেকে শুরু করে গম কাটা পর্যন্ত মাঠে ইঁদুরের উপদ্রব দেখা যায়। তবে সব চেয়ে বেশি ক্ষতি করে শীষ বের হওয়ার আগ থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত। শীষ বের হওয়ার আগ থেকে গম গাছ কেটে গাছের নরম অংশের রস খায় ও পরে গাছ কেটে গম খেয়ে ফসলের ক্ষতি করে। গম যতই পাকার দিকে এগুতে থাকে ক্ষতির পরিমান ততই বাড়তে থাকে। গাছ কেটে শীষ গর্তে নিয়েও প্রচুর ক্ষতি করে।

দমন পদ্ধতি

ইঁদুরের ক্ষতি থেকে গমকে রক্ষা করার জন্য দমন ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। ইঁদুর দমনের পদ্ধতি অনেক। তবে দমন পদ্ধতিগুলোকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। অরাসায়নিক বা ঔষধ ছাড়া দমন এবং রাসায়নিক বা ঔষধ দিয়ে দমন।

অরাসায়নিক দমন পদ্ধতি

মাঠে ইঁদুরের উপস্থিতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং দেখা মাত্রই মারার ব্যবস্থা করতে হবে। জমির আইল ও আশে পাশের ঝোপ জঙ্গল পরিষ্কার রাখতে হবে। জমির আইল ছেঁটে চিকন রাখতে হবে যাতে ইঁদুর গর্ত করে বংশ বিস্তার ও ফসলের ক্ষতি করতে না পারে। গর্তে ধোঁয়া দিয়ে, গর্তে পানি ঢেলেও গর্ত খুড়ে ইঁদুর দমন করা যায়। বাজারে অনেক ধরনের ফাঁদ পাওয়া যায় যা ব্যবহার করে ইঁদুর দমন করা সম্ভব। ইঁদুর দমন কর্মসূচীর মাধ্যমে কৃষক বা জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে ও একযোগে ইঁদুর মারার ব্যবস্থা নিতে হবে। ইঁদুর খেঁকো প্রাণীদের সংরক্ষণের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

দেশী-বিদেশী বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ

রাসায়নিক দমন বা ঔষধ দিয়ে দমন

বাজারে দুই প্রকার ইঁদুর মারার ঔষধ পাওয়া যায়। প্রথমটি খাওয়ার সাথে সাথে ইঁদুর মারা যায়। এটাকে এক মাত্রা বা তীব্র বিষ বলে। যেমন - জিংকফসফাইড বিষটোপ। এটি খাওয়ার সাথে সাথে বা ২/১ ঘন্টার মধ্যে ইঁদুর মারা যায়।

জিংক ফসফাইড বিষটোপ (২%) প্রস্তুত প্রণালী (এক কেজি পরিমান)

উপাদানসমূহ	পরিমান
গম	৯৬৫ গ্রাম
বার্লি বা সাগু	১০ গ্রাম
জিংক ফসফাইড (সক্রিয় অংশ ৮০%)	২৫ গ্রাম
পানি	১০০০ গ্রাম ১০০ মিলিলিটার (রোদে শুকিয়ে যাবে)

একটি এ্যলুমিনিয়ামের হাঁড়িতে ১০০ মিলিলিটার পানির মধ্যে ১০ গ্রাম সাগু বা বার্লি মিশিয়ে আগুন দিয়ে জ্বাল দেওয়ার পর যখন পানি ঘন ও আঠাল হয়ে আসবে তখন হাঁড়িটি নামিয়ে ঠাণ্ডা করে ২৫ গ্রাম জিংক ফসফাইড তার সাথে (হাঁড়িতে) ভালভাবে মিশিয়ে ৯৬৫ গ্রাম গম ঢেলে দিতে হবে। হাড়ির ভিতরে গম নেড়ে চেড়ে এমন ভাবে মিশাতে হবে যেন সমস্ত গমের গায়ে কাল আবরণ পড়ে এবং হাঁড়ির মধ্যে জিংক ফসফাইড মিশানো সাগু বা বার্লি অবশিষ্ট না থাকে। এর পর মিশ্রিত গম দেড় থেকে দুই ঘন্টা রোদে শুকিয়ে ঠাণ্ডা করে বায়ু রোধক পাত্রে রেখে দিতে হবে। পরে সেখান থেকে নিয়ে প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে হবে। এ বিষটোপ পর পর দুই দিনের বেশি ব্যবহার করা যাবে না। এতে বিষ লাজুকতা দেখা দিতে পারে।

জিংক ফসফাইড বিষটোপ তৈরির উপাদানসমূহ

দ্বিতীয় ঔষুধ হলো দীর্ঘ মেয়াদী বিষ। যেমন - লানির‍্যাট, স্টর্ম, ব্রোমাপয়েন্ট, ক্লেরাট। এসব ঔষধ খাওয়ার ৬/৭ দিনের মধ্যেই ইঁদুরের নাক মুখ দিয়ে রক্ত ক্ষরণ হয়ে মারা যায়। জীবিত ইঁদুরেরা বুঝতেই পারে না যে এ বিষটোপই তাদের সঙ্গীদের মৃত্যুর

কারণ। সেজন্য এরা বিষটোপ খেতে ভয় পায় না। ফলে ইঁদুর দমনে সফলতার হার অনেক বেশি। যে সব ক্ষেতে গর্তের মুখে নতুন মাটি তোলা দেখা যায়, সে সব গর্তের ভিতর বা আশে পাশে কোন পাত্রে বিষটোপ রেখে দিতে হবে।

ব্যবহার বিধি

ঘরে বা মাঠে যেখানে ইঁদুরের উপস্থিতি বুঝা যায় সেখানে বা ইঁদুর চলাচলের রাস্তায় বা সতেজ গর্তের আশেপাশে জিংক ফসফাইড বিষটোপ কোন পাত্রে রেখে দিতে হবে। এছাড়াও ইঁদুরের সতেজ গর্তের মুখ পরিষ্কার করে আনুমানিক ৫ গ্রাম বিষটোপ কাগজ দিয়ে পুটলি বেধে গর্তের ভিতর ঢুকিয়ে দিতে হবে। গর্তের ভিতর পুটলির বিষটোপ খেয়ে ইঁদুর মারা যাবে। গর্তের বাহিরে বিষটোপ ব্যবহার করলে প্রতিদিন সন্ধ্যার দিকে বিষটোপ পাত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখতে হবে ইঁদুরে খেয়েছে কিনা, যদি খেয়ে থাকে তবে নতুন করে আরও কিছু বিষটোপ দিতে হবে। বৃষ্টি বাদলের দিনে মাটিতে বিষটোপ রাখলে ভিজে নষ্ট হয়ে যাবে, তাই ঢাকনাওয়ালা পাত্রে (পাত্রের একপাশে বড় ছিদ্র থাকবে যাতে ইঁদুর সহজেই পাত্রের ভিতর যাতায়াত করতে পারে) রাখতে হবে।

সতর্কতা

জিংক ফসফাইড বিষটোপ তৈরীর সময় কাপড় দিয়ে নাক ঢেকে নিতে হবে। বিষটোপ তৈরীর পর ও ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে ভালভাবে হাত ধুতে হবে। ছোট শিশু ও বাড়ির গৃহপালিত পশু পাখি যেন এই বিষটোপের সংস্পর্শে না আসে তা লক্ষ্য রাখতে হবে। বিষটোপ প্রস্তুত ও প্রয়োগে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং কোন রকম অসুস্থতা অনুভব করলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

গ্যাসবড়ি দিয়ে ইঁদুর দমন

বিষটোপ ছাড়া এক প্রকার গ্যাস বড়ি দিয়েও ইঁদুর দমন করা যায়। যেমন- এ্যালুমিনিয়াম ফস্‌ফাইড ট্যাবলেট। এই ট্যাবলেট বাজারে ফস্‌টক্সিন, কুইকফিউম, কুইকফস, সেলফস, ডেসিয়া গ্যাস এক্সটি, এলুমফস, এগ্রিফস, গ্যাসটক্সিন নামে পরিচিত। প্রতিটি সতেজ গর্তের ভিতর একটি করে বড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে গর্তের মুখ ভাল ভাবে বন্ধ করে দিতে হবে। বড়ি গর্তের ভিতর ভেজা মাটির সংস্পর্শে এলে এক প্রকার বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়। এই গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে ইঁদুর মারা যায়। তবে আশে পাশের সকল গর্তের মুখ বা ফাটল বন্ধ করে দিতে হবে।

ইঁদুর দমনে সফলতা নির্ভর করে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপর। তাই আপনি ও আপনার প্রতিবেশি সবাই মিলে ইঁদুরের উপস্থিতি বুঝা মাত্র দমন ব্যবস্থা নিতে হবে।

রচনায় ঃ ড. মোঃ ইমদাদুল হক, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান

সম্পাদনায় ঃ ড. মোঃ ইমদাদুল হক ও মোঃ ইউসুফ মিঞা

সার্বিক সহযোগিতায় ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

প্রকাশকাল ঃ মে, ২০০২

মুদ্রণে ঃ মাদার প্রিন্টার্স, ঢাকা, ফোন ঃ ৮৬২২৮০২, ৮৬১৫৯৫৯